ফাহাদ আবদুল্লাহ

দ্য গ্রেটেস্ট সুলতান অব দ্য মোগল এম্পায়ার

আওরঙ্গজেব আলমগির

দ্য গ্রেটেস্ট সুলতান অব দ্য মোগল এম্পায়ার

আওরঙ্গজেব আলমগির

ফাহাদ আবদুল্লাহ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৩৫, US $ 15. UK £ 10

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 78-984-96712-3-7

Sultan Aurangzeb Alamgir
by Fahad Abdullah

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

মোগল সাম্রাজ্য—উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দীর্ঘমেয়াদি মুসলিম শাসনব্যবস্থার নাম, যার ভিত্তি রচনা করেছিলেন তৈমুরের বংশপুত্র—সম্রাট জহিরুদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর। বাবর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইবরাহিম লোদিকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থানে আবির্ভূত হন এক বিশাল শক্তিরূপে। সমকালীন অন্য শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে বাড়াতে থাকেন নিজের সাম্রাজ্যের পরিধি। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররা একে রূপ দেন এক মহাসাম্রাজ্যে। কিন্তু 'যাহার উত্থান আছে, তাহারই পতন'-এর সত্য থেকে এ সাম্রাজ্যও রেহাই পায়নি। এই সাম্রাজ্যকেও বরণ করে নিতে হয় ইতিহাসের শক্তিমান খাওয়ারিজম, সেলজুক, মামলুক, উসমানি, মুরাবিত ও মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ভাগ্য।

মোগল সাম্রাজ্যের ছিল দুটি অবস্থা—উত্থান আর পতন। সম্রাট বাবর থেকে হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির আর শাহজাহানের হাত হয়ে সাম্রাজ্যের বাগডোর পৌঁছে যায় সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগিরের হাতে। আওরঙ্গজেবের শাসনামলের শেষ অবধি ছিল এ সাম্রাজ্যের উত্থানপর্ব। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই মূলত শুরু হয় পতনের বিভীষিকা।

সাম্রাজ্যটির সবচেয়ে বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক মনে করা হয় সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগিরকে। আওরঙ্গজেব আলমগির—মুসলিম উম্মাহর অহংকার। সভ্যতার ইতিহাসের অলংকার। অসাধারণ, বিরল এক সামরিক প্রতিভা। নির্ভীক সাহসিকতার এক জীবন্ত আভা। বলা যায়, মধ্যযুগ-পরবর্তী ইতিহাসের সেরা শাসক, যাঁর শাসনামল ছিল ন্যায়-ইনসাফ, মানবাধিকার, জ্ঞানবিজ্ঞান, এককথায় পার্থিব সব উন্নতি ও সমৃদ্ধির আঁতুড়ঘর।

আপনার হাতের গ্রন্থটি ওই ন্যায়পরায়ণ সুলতানেরই ঐতিহাসিক বর্ণাঢ্য শাসনামলের ধারাভাষ্য। জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর 'জিহাদি-জীবন'-এর প্রতিটি অধ্যায় নিয়ে এতে করা হয়েছে বিশদ আলোচনা। বাঙলার কট্টর হিন্দুসম্প্রদায়, আফগানের খাইবার ও আফ্রিদি গোত্রসমূহ, সৎনামি, জাট আর রাজপুতদের বিদ্রোহ দমনসহ প্রাসঙ্গিক সব আলোচনা স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। ইতিহাসের এ মজলুম সুলতানের ওপর উত্থাপিত সব অভিযোগ নিয়েও করা হয়েছে সরল আলোচনা। ধুলোবালি ঝেড়ে আড়ালে থেকে যাওয়া বাস্তবতাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে

সামনে। সর্বোপরি সুলতানের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে।

আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান—কালান্তর প্রকাশনী উম্মাহর সোনালি ইতিহাস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যুবসমাজের গাফলতের নিঁদ ভাঙতে চায়। তাদের করণীয় স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর হারানো দিনগুলো ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখায়। এ ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস নিয়েও কালান্তর ধারাবাহিক কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ। গজনবি, ঘুরি, খিলজি, তুঘলক, সাইয়িদ, লোদি আর সুরি থেকে শুরু করে ইংরেজ বেনিয়াদের বিতাড়ন পর্যন্ত—সব সুলতান আর সালতানাতের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করবে। ইতিহাসের সোনার টুকরোগুলোয় ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা যেসব কলঙ্কের দাগ লেপন করেছিল, প্রয়াস চালাবে সেগুলো ধুয়ে-মুছে উপস্থাপন করতে। ধুলোবালির আস্তর পড়ে যাওয়া বাস্তবতাগুলো তুলে ধরতে।

দ্য গ্রেটেস্ট সুলতান অব দ্য মোগল এম্পায়ার আওরঙ্গজেব আলমগির আমাদের সেই ধারাবাহিকতারই প্রথম প্রয়াস। কাজটি নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের। একে তো মৌলিক গ্রন্থ; দ্বিতীয়ত গ্রন্থটি এমন একজন মহান সুলতানকে নিয়ে রচিত, যাঁকে নিয়ে অজস্র কাল্পনিক ও বানোয়াট কেচ্ছাকাহিনির বই-পুস্তকে বাজার সয়লাব। এসব থেকে বিশুদ্ধ তথ্য খুঁজে বের করে উপস্থাপন করা সহজ কাজ নয়। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এই দুঃসাধ্য কাজটিই আনজাম দিয়েছেন প্রতিভাবান তরুণ ফাহাদ আবদুল্লাহ। গ্রন্থটির প্রতিটি পরতে পরতে আমি তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাঁর অস্বাভাবিক ধৈর্য পরখ করেছি।

লেখালেখির অঙ্গনে ফাহাদ আবদুল্লাহ নবীন হলেও আশা করি তাঁর এ রচনা বোদ্ধা পাঠকদের হৃদয় জয় করে নেবে। আর গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী। সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, আবদুল্লাহ আরাফাত ও *রোর বাংলার* ডেপুটি এডিটর ইন চিফ মুহাইমিনুল ইসলাম অন্তিক। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ইমরান রাইহান। আমি নিজেও দু-বার পড়েছি। দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করে চেষ্টা করেছি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখতে। তারপরও কোনো ত্রুটি বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শুধরে নেওয়া হবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় কাজ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথোপযুক্ত প্রতিদান দেন। সর্বোপরি উম্মাহকে হতাশা ঝেড়ে ফেলে 'আলমগিরি চেতনা'য় উজ্জীবিত হওয়ার তাওফিক দান করেন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
৩০ এপ্রিল ২০২০

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সিংহাসনে আরোহণ # ১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম, বেড়ে ওঠা ও সিংহাসনে আরোহণ # ২৫

এক : জন্ম ও বেড়ে ওঠা ২৭
দুই : বরেণ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আওরঙ্গজেব ২৯
তিন : আওরঙ্গজেবের শিক্ষাদীক্ষা ৩০
চার : আওরঙ্গজেবের জীবনে মির হাশিমের অবদান ৩১
পাঁচ : কুরআনের অনুলিপি তৈরি ৩২
ছয় : অনর্থক ব্যয় পরিহার ৩২
সাত : হাতির লড়াই ও 'বাহাদুর' উপাধি লাভ ৩৩
আট : পিতা শাহজাহানের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুবেদারিতে অভিষেক # ৩৬

এক : দাক্ষিণাত্যে সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত (প্রথমবার) ৩৬
দুই : দিলরাস বানুর সঙ্গে বিয়ে ৩৮
তিন : গুজরাটের সুবেদারি ৩৯
চার : বলখ ও বাদাখশানযুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত ৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কান্দাহার ও পারসিকদের বিরুদ্ধে লড়াই # ৪৩

এক : কান্দাহার দুর্গ অবরোধ ৪৩
দুই : পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় ৪৪
তিন : কান্দাহার অভিযানে ব্যর্থতা ৪৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আওরঙ্গজেবহীন দাক্ষিণাত্যের পরিস্থিতি # ৪৭

এক : দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে সুবেদার হিসেবে নিযুক্তি ৪৭
দুই : আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দারার চক্রান্ত ৪৮
তিন : বুরহানপুর অবস্থান ৪৯
চার : দাক্ষিণাত্যের প্রভূত উন্নয়নসাধন ৫০
পাঁচ : পিতার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ৫১
ছয় : ইতিহাসবিদদের পক্ষপাতমূলক আচরণ ৫২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুবেদার হিসেবে আওরঙ্গজেবের বিজয়াভিযান # ৫৩

এক : গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দুর্গ অবরোধ ও বিজয় ৫৩
দুই : প্রসঙ্গ : মির জুমলা ও কুতুব শাহ ৫৪
তিন : কুতুব শাহের যত অপরাধ ৫৭
চার : বেদার দুর্গ অবরোধ ও বিজয় ৫৯
পাঁচ : গুলবার্গায় বিজাপুর-বাহিনীর মোকাবিলা ৬০
ছয় : কালিয়ানি দুর্গ অবরোধ ও বিজয় ৬১
সাত : অব্যাহত বিজয়-সংবাদে আওরঙ্গজেবকে শাহজাহানের উপহার ৬২
আট : শাহজাহানের অসুস্থতা এবং শাহি ফরমান ৬৩
নয় : দারার ষড়যন্ত্র এবং আওরঙ্গজেবের বিচক্ষণতা ৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট এবং ইনতিকাল পর্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল শাসনামলের সংক্ষিপ্ত ধারাভাষ্য # ৬৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এবং সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট # ৬৬

এক : দারার চক্রান্ত ও শাহজাহানের ওপর তার প্রভাব ৬৬
দুই : আওরঙ্গজেবের দূরদর্শিতা ৬৯
তিন : মির জুমলার পথরোধ ও বন্দিত্ব ৭০

চার : দারার বিরুদ্ধে তিন ভাইয়ের ঐক্য ৭১
পাঁচ : দারার মোকাবিলায় আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনা # ৭৪

এক : পাঁচ বছর পর দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎ ৭৪
দুই : ধর্মাতে রাজা জসোনাথ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৭৪
তিন : দারার মুখোমুখি আওরঙ্গজেব ও মুরাদ : শাহজাদি জাহানারার ভূমিকা ৭৭
চার : বোনের চিঠির উত্তরে আওরঙ্গজেব ৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ # ৮০

এক : দারার বিরুদ্ধে সমুগড়ের যুদ্ধ ৮০
দুই : আগ্রা অভিমুখে আওরঙ্গজেব এবং পিতার গোপন চিঠি ৮১
তিন : আগ্রা-দুর্গ অবরোধ ৮৩
চার : সালতানাতকে ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রস্তাব নিয়ে জাহানারা ৮৪
পাঁচ : জাহানারার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ৮৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃঘাতী বিরোধ ও বোঝাপড়া # ৮৬

এক : আওরঙ্গজেব ও মুরাদের চুক্তি ৮৬
দুই : মুরাদের চুক্তির ভঙ্গ ৮৭
তিন : আওরঙ্গজেবের হাতে মুরাদের বন্দিত্ব ৮৮
চার : দিল্লি থেকে দারার পলায়ন ৮৯
পাঁচ : আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণ ৮৯
ছয় : আবারও দারার পলায়ন এবং সিন্ধুর জঙ্গলে আত্মগোপন ৯০
সাত : শুজার পলায়ন ৯১
আট : শাহজাদা মুহাম্মাদ সুলতানের গাদ্দারি ৯২
নয় : শাহজাদা মুহাম্মাদ সুলতানকে শাস্তিপ্রদান ৯৩
দশ : দারা, শুজা, মুরাদ ও দারাপুত্র সুলায়মানশিকোর পরিণতি ৯৩
এগারো : আওরঙ্গজেব ও শাহজাহানের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস ৯৫
বারো : শাহজাহানের ইনতিকাল ৯৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শাহজাহানের ইনতিকালের পর আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য পরিচালনা # ৯৭

এক	: রাজধানী থেকে যুদ্ধের ময়দানে	৯৭
দুই	: সর্বমহলের সুহৃদ সুলতান	৯৮
তিন	: সুলতান হিসেবে বিজয়ধারা	৯৯
চার	: কুচহাজু দখল	১০০
পাঁচ	: কুচবিহার দখল	১০০
ছয়	: আসাম অভিযান	১০১
সাত	: মাথুরাপুর অভিযান	১০২
আট	: সেনাপতি মির জুমলার ইনতিকাল	১০৫
নয়	: রাজা জয়ধ্বজের মৃত্যুর পর রাজা চক্রধ্বজের বিদ্রোহ	১০৫
দশ	: অহমদের দমনে রাম সিংহের ব্যর্থতা এবং শায়েস্তা খান	১০৬
এগারো	: ফিরিঙ্গি ও আরাকানি জলদস্যুদের দমনে শায়েস্তা খান	১০৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান # ১০৯

এক	: ইউসুফজাই গোত্রের বিদ্রোহ	১০৯
দুই	: খাইবার ও আফ্রিদি গোত্রসমূহের বিদ্রোহ	১১০
তিন	: আকমল খান ও কবি খোশহাল খান	১১১
চার	: পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহীদের দমনে সালার আগার খান	১১২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সৎনামি, জাট, শিখ ও রাজপুতদের বিদ্রোহ # ১১৩

এক	: জাট বিদ্রোহ	১১৩
দুই	: সৎনামি বিদ্রোহ	১১৩
তিন	: শিখ বিদ্রোহ	১১৪
চার	: রাজপুতদের বিদ্রোহ	১১৭
পাঁচ	: মারওয়াড়ের রাজা মহারানা রাজের বিদ্রোহ	১১৯
ছয়	: রাজপুতদের পাতা ফাঁদে শাহজাদা আকবর	১২০
সাত	: পিতার মোকাবিলায় বিদ্রোহী শাহজাদা	১২১
আট	: আওরঙ্গজেবের কৌশলে আকবরের ফেঁসে যাওয়া	১২২
নয়	: সুলতানের কাছে মহারানার ক্ষমাপ্রার্থনা ও বশ্যতা স্বীকার	১২৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মারাঠাদের বিদ্রোহ ও দমন # ১২৫

এক : মারাঠানেতা শিবাজি ১২৫
দুই : বিদ্রোহের শুরু ১২৬
তিন : মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান ১২৭
চার : শিবাজির চক্রান্ত, ক্ষমা, আবারও বিদ্রোহ ১২৮
পাঁচ : শিবাজির মোকাবিলায় শায়েস্তা খান ১২৯
ছয় : জসোনাথ সিংহের গাদ্দারি ১২৯
সাত : সুরাটে শিবাজির লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ ১৩১
আট : সুলতানের কাছে শিবাজির ক্ষমাপ্রার্থনা ১৩১
নয় : শিবাজির সঙ্গে চুক্তি এবং ফের অবাধ্যতা ১৩২

নবম পরিচ্ছেদ

মারাঠা ও বুরহানপুর বিজয়# ১৩৫

এক : মারাঠাদের নেতৃত্বে শিবাজি-পুত্র শম্ভাজি ১৩৫
দুই : মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান ১৩৬
তিন : শাহজাদা আকবরের ফেরারি জীবন ১৩৮
চার : শম্ভাজি ও কইকলশের বন্দিত্ব এবং মৃত্যুদণ্ড ১৩৯

দশম পরিচ্ছেদ

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অভিযান # ১৪১

এক : আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জোট ১৪১
দুই : বিজাপুর শহর অবরোধ ও বিজয় ১৪৩
তিন : গোলকুণ্ডা অবরোধ ১৪৫
চার : আবুল হাসানের ক্ষমাপ্রার্থনা ও সুলতানের শর্ত ১৪৮
পাঁচ : ফের গোলকুণ্ডা অবরোধ ১৪৯
ছয় : সুলতানের বীরত্ব ও সাহসিকতা ১৫০
সাত : আবুল হাসানের বন্দিত্ব ১৫১

একাদশ পরিচ্ছেদ

বর্বর মারাঠাদের দমন # ১৫২

এক : মারাঠাদের লুটপাট ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি ১৫২
দুই : চিনজি দুর্গ অবরোধ, শাহজাদা কাম বখশের বোকামি ১৫৩
তিন : রাজা রামের পলায়ন ১৫৫
চার : মারাঠাদের পুরো অঞ্চলে অভিযান ও দুর্গ বিজয় ১৫৫
পাঁচ : ৮৫ বছর বয়সেও যুদ্ধের ময়দানে সুলতান আওরঙ্গজেব ১৫৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুলতানের অন্তিমমুহূর্ত এবং শাহজাদা আজমের কূটচাল # ১৫৮

এক : মারাঠাদের বিরুদ্ধে পার্লি অভিযান ১৫৮
দুই : শাহজাদা আজমের কূটচাল, সুলতানের বিভিন্ন পদক্ষেপ ১৬০

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতানের ইনতিকাল, চারিত্রিক অবস্থা, অসিয়ত এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্ব ও অবদান # ১৬১

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতানের ইনতিকাল # ১৬৩

এক : সুলতানের অন্তিমমুহূর্ত ও ইনতিকাল ১৬৩
দুই : সুলতানের জীবনসাধনা ১৬৪
তিন : শেষজীবনে সুলতানের নিঃসঙ্গতা ১৬৪
চার : শাসক হিসেবে যেমন ছিলেন আওরঙ্গজেব ১৬৫
পাঁচ : ধৈর্য ও সহনশীলতা ১৬৫
ছয় : জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ১৬৫
সাত : সাধারণ জীবনযাপন ১৬৬
আট : তাকওয়া ও খোদাভীতি ১৬৮
নয় : সুলতানের শাসনামলে সাম্রাজ্যের উন্নতি ১৭২
দশ : উদারতা ও মহানুভবতা ১৭৩
এগারো : কুপ্রথা ও শরিয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ ১৭৩
বারো : হিজরি ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন ও মন্দির ভাঙার অপবাদ ১৭৪

তেরো : হিন্দুদের ওপর জিজয়া-কর আরোপের অপবাদ ১৭৫
চৌদ্দ : আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সাম্রাজের বিস্তৃতি ১৭৬
পনেরো : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ১৭৬
ষোলো : সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি ১৭৮
সতেরো : আমদানি-রপ্তানি ১৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুপরবর্তী উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই এবং সাম্রাজ্যে পতনের ঘনঘটা # ১৮১

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ঘনঘটা এবং ইবনু খালদুনের মুকাদ্দিমার মূলনীতি # ১৮৩

এক : আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের লড়াই ১৮৩

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাসের কাঠগড়ায় সুলতান আওরঙ্গজেব # ১৮৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওরঙ্গজেব # ১৮৯

এক : যুগে যুগে মহান ব্যক্তিদের নামে অপবাদ ও ইতিহাসবিকৃতি ১৮৯
দুই : ইতিহাসবিদদের মুসলিমবিদ্বেষ ১৯০
তিন : মধ্যযুগ-পরবর্তী আধুনিক যুগ ১৯১
চার : ইংরেজ ও শিয়া ইতিহাসবিদদের অভিযোগ-আপত্তি ১৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতানের ওপর অভিযোগের দাস্তান # ১৯৩

এক : বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা (হায়দারাবাদ) সাম্রাজ্যের পতন ১৯৩
দুই : হিন্দুদের সার্বিক অসন্তোষের কারণ ও বাস্তবতা ২০০
তিন : মূর্তি ভাঙা ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত করা ২০৮
চার : পিতার বন্দিত্ব ও ভাতৃঘাতী সংকটের বিবরণ ২১০

সংস্কার এবং বিশৃঙ্খলা-দমনে গৃহীত পদক্ষেপ # ২১৭

এক	: শুল্ক ও কর রহিতকরণ	২১৭
দুই	: খাজনা-আইন সংশোধন এবং জমির বন্দোবস্ত	২১৮
তিন	: আমিরদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আইন বাতিল করা	২১৮
চার	: সংবাদ-সরবরাহ সহজ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ	২১৯
পাঁচ	: ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণ	২১৯
ছয়	: সুলতানের আরও কিছু পদক্ষেপ	২২০
সাত	: শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি	২২০
আট	: ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি	২২১
নয়	: ক্যালেন্ডার পরিবর্তন	২২১
দশ	: মূল্যায়ন	২২১
এগারো	: মসজিদ দেখাশোনার ব্যবস্থা	২২২
বারো	: ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি	২২২

একনজরে সুলতান আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য # ২২৩

কাল-নির্ঘণ্ট # ২২৫

একনজরে আওরঙ্গজেব-পরিচিতি # ২৩৪

তথ্যসূত্র # ২৩৮

ভূমিকা

এক.

ইতিহাসের বিখ্যাত ও বরেণ্য; অথচ মজলুম সুলতান, আমির কিংবা মুজাহিদদের ইতিহাস যখন গভীরভাবে অধ্যয়ন করি, একটা উত্তেজনা নিয়ে জানার চেষ্টা করি সোনার পালকে মোড়ানো তাঁদের কীর্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার দাস্তান, তখন নিজের অজান্তেই জনৈক ইংরেজ ইতিহাসবিদের সেই উক্তিটির কথা স্মরণ হয়ে যায়! তিনি বলেছিলেন,

> Most of events are not true in history except names, years and dates—and most events are true in stories except names, years and dates.
>
> ইতিহাসের পাতার অধিকাংশ ঘটনার নাম, সন আর তারিখ ব্যতীত অন্য কিছু সত্য হয় না এবং গালগল্পের অধিকাংশ ঘটনার নাম, সন এবং তারিখ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাই সঠিক থাকে।

কোন গ্রন্থে উক্তিটি পড়েছিলাম মনে নেই; কিন্তু অনেক দিন কথাটি নিয়ে খুব ভেবেছি। উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। অবশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—অবশ্যই তার উক্তিটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, অনুরূপ কথাটি সব ইতিহাসবিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। কিন্তু ইতিহাসের মজলুম মনীষীদের ইতিহাস পড়তে কোনো গ্রন্থ হাতে নিলেই কেন যেন উক্তিটি আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। কথাটি বিখ্যাত কাউকে নিয়ে লেখা অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের জন্য চমৎকার, বাস্তব এবং অতি-বাস্তব একটা কথা। সচেতনভাবেই অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থ বলেছি, সব বলিনি। কারণ, আমার অল্পস্বল্প অধ্যয়নে কেবল মুসলিমবিদ্বেষী ইংরেজ, শিয়া এবং প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা জুরজি জায়দান-চরিত্রের ইতিহাসবিদ, তাদের রচিত গ্রন্থগুলোকেই বিকৃত ও মনগড়া বর্ণনায় ভরপুর পেয়েছি।

বাস্তবেও এরা ছিল কল্পনাপ্রসূত আর মনগড়া ইতিহাস রচনায় ওস্তাদ। এদের পরবর্তী প্রজন্ম এদের তৈরি করা বিকৃত ইতিহাসে আরও লবণ-মরিচ মিশিয়ে বিকৃতিকে অতি-বিকৃতির একটা কদাকার রূপ দিয়েছে। নিজেদের ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার চেষ্টা-তদবির এরা পুরোদমেই করেছে। এদের অবস্থাটা এই বাক্যে খুব চমৎকারভাবেই ফুটে উঠেছে—We see things as we are, not as they are. এই তথাকথিত বিদ্বেষী ও কট্টরপন্থি ইতিহাসবিদদের বিদ্বেষের ফসলই হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের বিকৃত ইতিহাসচর্চা, অজ্ঞতা ও ভুল জানা।

দুই.

হিন্দুস্থানের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে চরম অবাস্তব ও হাস্যকর কিছু ইতিহাস চোখে পড়ে। ফলে শুধু সাধারণ পাঠক নয়; বরং জ্ঞানী অনেক ব্যক্তিরও দ্বিধা-সন্দেহে ভুগতে হয়। অনেক সময় পাঠক ভুল বার্তা নিয়ে বিকৃত ইতিহাস গিলে নেয়। উদাহরণ হিসেবে মৌর্য সম্রাট অশোকের বিষয়গুলোই ধরা যাক—

১. অশোক সিংহাসন লাভের জন্য তার ১০০ জন ভাইকে হত্যা করেছেন।

২. কলিঙ্গের যুদ্ধে ১ লাখ মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন।

৩. দেড় লাখ মানুষকে বন্দি করেছেন।

৪. তিনি ছিলেন আপাদমস্তক কট্টরপন্থি একজন ধর্মানুরাগী। কারণ হিসেবে বলা হয়—তার শাসনামলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তার আত্মীয়স্বজনদের সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে পাঠিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং সাম্রাজ্যের দায়িত্বশীল পর্যায়ের ব্যক্তিদের পর্যন্ত ধর্মপ্রসারের কাজে লাগান। সাম্রাজ্যের কোষাগার থেকে এ কাজের ব্যয়ভার বহন করে সাম্রাজ্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি করেছিলেন।

৫. বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার কট্টরপন্থি মনোভাব সে সময়ের হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণদের চরম দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত করেছিল।

এই তথ্যগুলো জানার পর যেকোনো সাধারণ পাঠক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, সম্রাট অশোক ছিলেন চরম পর্যায়ের একজন জালিম ও অবিচারী শাসক। কারণ, হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় কোনো রাজা-বাদশাহ, আমির অথবা সুলতান পাওয়া যায় না, যিনি অশোকের মতো এমন বর্বর গণহত্যা চালিয়েছেন বা এত বিপুল পরিমাণ লোককে বন্দি করার মতো অমানবিকতা দেখিয়েছেন; অথচ ইতিহাসে এই অশোকের এমন অনেক জনকল্যাণমুখী ও প্রজাবান্ধব কাজের আলোচনা পাওয়া